08 JAN 2017

ডাহা ভুলে চোখ বুজে নম্বর

শরীফুল আলম সুমন ▷

কুনো ব্যাঙকে কেন উভচর প্রাণী বলা হয়?—গত বছরের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ে এ প্রশ্ন করা হয়েছিল। সঠিক উত্তরের জন্য বরাদ্দ ছিল দুই নম্বর। প্রশ্নটির উত্তরে অষ্টম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী খাতায় লিখেছে—কুনো ব্যাঙ লাফিয়ে লাফিয়ে চলে বলে একে উভচর প্রাণী বলা হয়। আরেকজন লিখেছে—কুনো ব্যাঙ ঘরের কোণে থাকে বলে একে উভচর প্রাণী বলা হয়। দুটি উত্তরই ভুল। তবু পরীক্ষক উভয় শিক্ষার্থীকেই এক নম্বর করে দিয়েছেন।

সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ে আরেকটি প্রশ্ন ছিল—চাঁদে গেলে বস্তুর ওজন কেমন থাকে? উত্তরের জন্য বরাদ্দ ছিল তিন নম্বর। প্রশ্নটির উত্তরে একজন পরীক্ষার্থী লিখেছে, 'চাঁদে গেলে বস্তুর ওজন শূন্য হয়ে যায়। কারণ আমরা চাঁদে গেলে সবাই বাটুল, হয়ে যাব।' আরেকজন শিক্ষার্থী লিখেছে, 'চাঁদে গেলে আমরা সবাই ডরিমনের মতো হয়ে যাব।' উত্তর ভুল হলেও পরীক্ষক তিনের মধ্যে এক-দুই করে নম্বর দিয়েছেন।

সাধারণ বিজ্ঞানেই আরেকটি প্রশ্নে 'জহির সাহেবের খাদ্যাভ্যাসের' বর্ণনাসংবলিত একটি অনুচ্ছেদ দিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে, জহির সাহেবের কী পরিমাণ শর্করা প্রয়োজন? উত্তরে একজন শিক্ষার্থী লিখেছে, 'জহির সাহেবের বেশি করে মাছ, মাংস ও শাকসবজি খেতে হবে।'

গত বছর জেএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিষয়ে প্রশ্ন ছিল, 'কুনো ব্যাঙকে কেন উভচর প্রাণী বলা হয়?' উত্তরে একজন লিখেছে, 'কুনো ব্যাঙ লাফিয়ে লাফিয়ে চলে বলে একে উভচর প্রাণী বলা হয়।' আরেকজন লিখেছে, 'কুনো ব্যাঙ ঘরের কোণে থাকে বলে একে উভচর প্রাণী বলা হয়।' উত্তর ভুল হলেও পরীক্ষক উভয় শিক্ষার্থীকেই ২ নম্বরের মধ্যে ১ করে দিয়েছেন

অথচ এ খাবারগুলোর কোনোটিই শর্করা নয়। প্রশ্নটির উত্তরের জন্য বরাদ্দ ছিল চার নম্বর। পরীক্ষক দিয়েছেন দুই।

একই বিষয়ের পরীক্ষায় 'বাঘ ও কুমির প্রাণিজগতের কোন শ্রেণিভুক্ত প্রাণী'—এ প্রশ্নের উত্তরে এক শিক্ষার্থী লিখেছে, বাঘ ও কুমির মাংসাশী প্রাণী। তারা উভয়েই ভয়ংকর প্রাণী। সামনে পেলেই মানুষ খেয়ে ফেলে। প্রশ্নটির উত্তরের জন্য বরাদ্দ ছিল চার নম্বর। তবে ওই শিক্ষার্থীর উত্তর ভুল হলেও দুই নম্বর দিয়েছেন পরীক্ষক।

কালের কণ্ঠ অনুসন্ধান

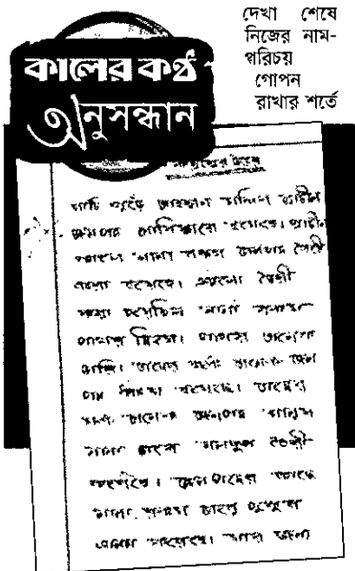

জেএসসি পরীক্ষার খাতা দেখা শেষে নিজের নাম-পরিচয় গোপন রাখার শর্তে একজন পরীক্ষক কালের কণ্ঠকে এসব তথ্য জানিয়েছেন। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অনেক প্রশ্নের উত্তরই ডাহা ভুল লিখেছে পরীক্ষার্থীরা। তাদের ফেল করার কথা। কিন্তু প্রধান পরীক্ষক বলে দিয়েছেন, কাউকে ফেল করানো যাবে না। তাই উত্তর ভুল হলেও নম্বর দিতে বাধ্য হয়েছি।'

মুক্তহস্তে নম্বর দিতে বাধ্য করা হয় পরীক্ষকদের

আবোলতাবোল উত্তর লিখেও নম্বর পাচ্ছে পরীক্ষার্থীরা

২০ পেলেই পাস করানোর চেষ্টা চলে। ৬০ পেলে ৭০ বানিয়ে এ-গ্রেড, ৫০ পেলে ৬০ বানিয়ে এ-মাইনাস, ৪০ পেলে ৫০ বানিয়ে বি-গ্রেড করা হয়

জেএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছিল গত ১ নভেম্বর, শেষ হয় ১৭ নভেম্বর। ফল প্রকাশিত হয়েছে গত ২৯ ডিসেম্বর। পাসের হার ছিল ৯৩.০৬ শতাংশ। জিপিএ ৫ পেয়েছে দুই লাখ ৪৭ হাজার ৫৮৮ জন। ২০১৫ সালের তুলনায় গত বছর জেএসসিতে পাসের হার বেড়েছে ০.৭৩ শতাংশ। আর আগের বছরের তুলনায় গত বছর জিপিএ ৫ বেশি পেয়েছে ৫১ হাজার ৩২৫ শিক্ষার্থী।

জেএসসি পরীক্ষায় ২০১৩ সালে পাসের হার ছিল ৮৯.৯৪ শতাংশ, ২০১৪ সালে ৯০.৪১ শতাংশ এবং ২০১৫ সালে ছিল ৯২.৩৩ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতিবছরই পাসের হার বাড়ছে, সঙ্গে বাড়ছে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। কালের কণ্ঠ'র অনুসন্ধানে জানা যায়, গত বছর জেএসসি পরীক্ষা শেষে একজন পরীক্ষককে প্রথম দফায় ১০০টি খাতা দেওয়া হয়েছিল। সহানুভূতির সঙ্গে খাতা দেখে মুক্তহস্তে নম্বর দেওয়ার পরও এর মধ্যে দুজন ফেল করে। বিষয়টি জানানো হয় প্রধান পরীক্ষককে। তিনি (প্রধান পরীক্ষক) যেকোনোভাবে ওই পরীক্ষার্থীদের পাস করিয়ে দিতে বলেন। নইলে তাঁদের দুজনকেই (পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক) শাস্তি পেতে হবে বলে জানান। তবে ওই পরীক্ষক শেষ পর্যন্ত ওই দুই শিক্ষার্থীকে পাস করাননি। এরপর তাঁকে আরো ১০০টি খাতা দেওয়া হয়। এবার আর ঝুঁকি নেননি তিনি; উত্তরে যা-ই লেখা থাকুক, সবাইকে পাস করিয়ে দিয়েছেন।

'বাঘ ও কুমির প্রাণিজগতের কোন শ্রেণিভুক্ত?'—এ প্রশ্নের উত্তরে জেএসসির এক শিক্ষার্থী লিখেছে, 'বাঘ ও কুমির মাংসাশী প্রাণী। তারা উভয়েই ভয়ংকর প্রাণী। সামনে পেলেই মানুষ খেয়ে ফেলে।' উত্তর ভুল, তবু ৪-এর মধ্যে ২ নম্বর দিয়েছেন পরীক্ষক

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পরীক্ষার খাতা দেওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষকদের মৌখিকভাবে বেশ কিছু নির্দেশনা দেয়। সব পরীক্ষককে সহানুভূতির সঙ্গে খাতা দেখতে বলা হয়। নির্দেশনায় বলা হয়, ফেল করানো হলে শিক্ষার্থীদের মনোবল ভেঙে যাবে। অনেকে পড়ালেখাও বাদ দেবে। পরীক্ষকদের এ বিষয়টি মাথায় রাখতে বলা হয়।

কালের কণ্ঠ'র অনুসন্ধানে জানা যায়, শিক্ষা বোর্ডগুলো পরীক্ষকদের কাছে খাতা বুঝিয়ে দেওয়ার পর প্রধান পরীক্ষকরা তাঁদের আরেক দফা চাপ দেন। তাঁরা পরীক্ষকদের উদারভাবে খাতা মূল্যায়নের জন্য চাপ দিতে থাকেন। শিক্ষার্থীরা ফেল করলে পরীক্ষকদের শাস্তি পেতে হবে বলেও হুমকি দেন। ফেল করালে পরের বছর আর পরীক্ষক করা হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। একটি বান্ডেলে (১০০ খাতা) এক-দুজনের বেশি ফেল করলেই অনেক প্রধান পরীক্ষক পরীক্ষকদের ধমক দিয়ে নতুন করে খাতা দেখতে বলেন।

পরীক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বেতন-ভাতার বাইরে খাতা দেখা থেকেও পরীক্ষকরা অর্থ পান। সে ক্ষেত্রে পরীক্ষক না করলে এই টাকা পাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে—এমন আশঙ্কা থেকে উদারভাবে নম্বর দিতে বাধ্য হন পরীক্ষকরা। এ ছাড়া পরীক্ষক হতে না পারলে একজন শিক্ষকের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হয়।

কয়েকজন পরীক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু অলিখিত নিয়মকানুন রয়েছে। কোনো শিক্ষার্থী ২০ নম্বর পেলে তাকে পাস করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ৬০ পেলে তাকে ৭০ বানিয়ে 'এ' গ্রেড, ৫০ পেলে তা ৬০ বানিয়ে 'এ মাইনাস', ৪০ পেলে ৫০ বানিয়ে 'বি' গ্রেড এবং ৩০ পেলে ৪০ বানিয়ে 'সি' গ্রেড করা হয়। আর ৬৫ থেকে ৭০

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ২

বিজ্ঞানে আরেকটি প্রশ্ন ছিল, 'চাঁদে গেলে বস্তুর ওজন কেমন থাকে?' একজন পরীক্ষার্থী লিখেছে, 'চাঁদে গেলে বস্তুর ওজন শূন্য হয়ে যায়। কারণ আমরা চাঁদে গেলে সবাই বাটুল হয়ে যাব।' আরেকজন লিখেছে, 'চাঁদে গেলে আমরা সবাই ডরিমনের মতো হয়ে যাব।' দুটি উত্তরই ভুল। তবু পরীক্ষক ৩-এর মধ্যে ১-২ করে নম্বর দিয়েছেন